

গণিতের অলিগলি

পর্ব - ৩৬

বর্গ সংখ্যার আরও কিছু মজা

পূর্ব সংখ্যা আমাদের বর্গসংখ্যার ছয় ধরনের মজার বিষয় জেনেছি। এবার শুরুতেই বর্গসংখ্যার আরও কয়টি মজার বিষয় জানাব। নিচের বর্গসংখ্যার সংখ্যাচিত্র বা নাম্বার প্যাটার্নটি লক্ষ করুন। সহজেই ধরে নিতে পারতেন কী করে কন্সিগুয়ন্সি বের করা যাবে।

$$\begin{aligned} 1^2 &= 1 \\ 10^2 &= 10201 \\ 100^2 &= 1020201 \\ 1000^2 &= 102022001 \\ 10000^2 &= 10202020001 \\ 100000^2 &= 1020202200001 \end{aligned}$$

ইত্যাদি।

এই সংখ্যাচিত্রটি যে শেষ পর্যন্ত এমন লাড়াবে, তা সহজেই আন্দাজ-অনুমান করতে পারি আমাদের কুলে শোয়া দুই ঘরের সমর্থন বর্ণ নির্ণয়ের সূত্র

$$\begin{aligned} (a + b)^2 - a^2 + 2ab + b^2 \text{ সূত্রের এনে। এ সূত্রমতে :} \\ 10^2 &= (100 + 1)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1^2 = 10000 + 200 + 1 = 10201 \\ 100^2 &= (1000 + 1)^2 = 1000^2 + 2 \cdot 1000 \cdot 1 + 1^2 = 1000000 + 2000 + 1 = 10002001 \end{aligned}$$

ইত্যাদি।

এখন যদি আমরা 10^2 , 10^2 , 10^2 , 10^2 , ইত্যাদি বর্গসংখ্যার সংখ্যাচিত্র বা নাম্বার প্যাটার্নটি বের করি, তবে এটি লাড়াবে এমন :

$$\begin{aligned} 10^2 &= 10201 \\ 10^2 &= 10808 \\ 10^2 &= 10606 \\ 10^2 &= 10717 \\ 10^2 &= 10522 \end{aligned}$$

ইত্যাদি।

এখানেও সেই অংশের মধ্যে আমরা পাব :

$$\begin{aligned} 10^2 &= (100 + 1)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1^2 = 10201 \\ 10^2 &= (100 + 2)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 2 + 2^2 = 10808 \\ 10^2 &= (100 + 3)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 3 + 3^2 = 10606 \\ 10^2 &= (100 + 4)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 4 + 4^2 = 10717 \\ 10^2 &= (100 + 5)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 5 + 5^2 = 10522 \end{aligned}$$

ইত্যাদি।

আনুসঙ্গিক নাম্বারের মজা

১৩ ও ১৪ এই দুটি সংখ্যার মধ্যেও একটি মজার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে।

$$\begin{aligned} 13^2 &= 169, \quad \text{আর } 01 + 69 = 70 \\ 13^2 &= 169, \quad \text{আর } 09 + 61 = 70 \\ 13 \times 13 &= 803, \quad \text{আর } 08 + 03 = 11 \end{aligned}$$

লক্ষণীয়, ১৩-কে উল্টো লিখে পাওয়া যায় ৩১। আবার ১৩-এর বর্গসংখ্যা ১৬৯-কে একইভাবে ১৩-কে উল্টো করে লিখে পাওয়া যায় ৩১। ৩১-এর বর্গসংখ্যা ৯৬১। আর এখানে ৭০-এর উল্টো সংখ্যা হচ্ছে ০৭।

একই নাম্বার প্যাটার্ন বা সংখ্যাচিত্র লক্ষ করা গেছে ১৪ এবং এর উল্টো সংখ্যা ৪১-এর বেলায়।

$$\begin{aligned} 14^2 &= 196, \quad \text{আর } 01 + 96 = 97 \\ 14^2 &= 196, \quad \text{আর } 16 + 81 = 97 \\ 14 \times 14 &= 898, \quad \text{আর } 08 + 98 = 106 \end{aligned}$$

এখানে ৯৭-এর উল্টো সংখ্যা ৭৯। তবে ১৪-এর বর্গসংখ্যার উল্টো সংখ্যা ৪১-এর বর্গসংখ্যা নয়।

উল্টে-খা, এ ধরনের আরও নাম্বার প্যাটার্ন রয়েছে। খুঁজে দেখুন না বের করতে পারেন কি না।

এই চাঁকে একটা কথা জানিয়ে রাখি। ১৩-এর অঙ্কগুলো পাশ্চাত্য আমরা লিখেছিলাম ৩১। কিন্তু ১৬৯-এর উল্টো সংখ্যা পেয়েছিলাম ৯৬১। গণিতের ভাষায় ১৩-এর আনুসঙ্গিক হচ্ছে ৩১, আর ১৬৯-এর আনুসঙ্গিক ৯৬১। ভাষার বেলায়ও এই আনুসঙ্গিক কথটির ব্যবহার আছে। যেমন-‘কথা’ শব্দের আনুসঙ্গিক ‘থাক’। ‘খেলো’ শব্দের আনুসঙ্গিক ‘লেখো’। কিন্তু ‘বাবা’ শব্দের আনুসঙ্গিক ‘বাবা’ এবং ‘খুশু’ শব্দের আনুসঙ্গিক ‘খুশু’ই। কারণ এগুলো উল্টো করে লিখলেও একই থেকে যায়। যেটি কথা একই সংখ্যার, শব্দের বা বাক্যাংশের অঙ্ক বা বর্ণ পরিবর্তন করে তিনু সংখ্যা, শব্দ বা বাক্যাংশ গঠন করার নাম আনুসঙ্গিক। এখানে যে নাম্বার আনুসঙ্গিকের কথা বলা হলো, এটি গণিতের এক মজার বিষয়। এ মজায় ভুলে যাওয়ার ‘আনুসঙ্গিক উন্মাদনা’ বা ‘অ্যানুসঙ্গিক ম্যানিয়া’।

আনুসঙ্গিকের ক্ষেত্রে আরও দুটি মজার নাম্বার প্যাটার্ন বা সংখ্যাচিত্র লক্ষ করতে চাই। ১০৮৯ সংখ্যাটিকে ৯ দিয়ে গুণ করলে এর উল্টো সংখ্যা ৯৮০১ পাওয়া যায়। হেমনি ১০৮৯ সংখ্যাচিত্রে ১০-এর পর ধারাবাহিকভাবে একই করে ৯ বসিয়ে যেসব সংখ্যা পাওয়া যায়, সেগুলোর ক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। নিচের সংখ্যাচিত্রটি লক্ষ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

$$\begin{aligned} 1089 \times 9 &= 9801 \\ 10899 \times 9 &= 98091 \\ 108999 \times 9 &= 980991 \\ 1089999 \times 9 &= 9809991 \\ 10899999 \times 9 &= 98099991 \\ 108999999 \times 9 &= 980999991 \end{aligned}$$

ইত্যাদি।

২১৭৮-কে ৪ দিয়ে গুণ করলে একই ধরনের আনুসঙ্গিক পাওয়া যায়।

$$\begin{aligned} 2178 \times 4 &= 8712 \\ 2198 \times 4 &= 8792 \\ 21998 \times 4 &= 87992 \\ 219998 \times 4 &= 879992 \\ 2199998 \times 4 &= 8799992 \\ 21999998 \times 4 &= 87999992 \end{aligned}$$

ইত্যাদি।

মন রাখতে হবে: ৩৬, ৫, ৬ এবং ৭ অঙ্কের সংখ্যাকেই এভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে এমনই উল্টো সংখ্যা বা আনুসঙ্গিক নাম্বার পাওয়া যাবে।

মরলি'র উপপাদ্য

যেকোনো একটি ত্রিভুজ নিল। হতে পারে এটি যেকোনো ধরনের ত্রিভুজ। এর প্রতিটি কোণকে সমন্বিত করুন। পাশাপাশি কোণের বিপরীত কোণগুলোর ছেদবিন্দু তিনটি পরস্পর যোগ করলে একটি ত্রিভুজ পাব। এই ত্রিভুজটি সব সময় একটি সমবাহু ত্রিভুজ হবে। চিত্রে মাঝখানের কালো রঙে ত্রিভুজটিই হচ্ছে এই সমবাহু ত্রিভুজ। এই হচ্ছে মরলি'র উপপাদ্য (Morley's Theorem)।

